অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০

(১৮৯০ সনের ৮ নং আইন)

<u>সুচিপত্র</u>

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। রহিত

৩। বিলুপ্ত

৪। সংজ্ঞা

৪ক। অধঃস্তন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার উপর এখতিয়ার অর্পণ এবং এইরূপ কর্মকর্তাদের নিকট কার্যক্রম স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিভাবক নিয়োগ ও ঘোষণা

৫। বিলুপ্ত

৬। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষমতার সংরক্ষণ।

৭। অভিভাবকত্বের বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য আদালতের ক্ষমতা

৮। আদেশের জন্য দরখাস্ত করিবার অধিকারী ব্যক্তি

৯। দরখাস্ত গ্রহণ করিবার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত

১০। দরখাস্তের ফরম

১১। দরখাস্ত গ্রহণের পদ্ধতি

১২। নাবালককে হাজির এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তাহার শরীর ও সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

১৩। আদেশ প্রদানের পূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ

১৪। বিভিন্ন আদালতে যুগপৎ কার্যধারা

১৫। একাধিক অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা

১৬। আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা

১৭। অভিভাবক নিয়োগকালে আদালত কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১৮। পদাধিকার বলে কালেক্টরকে নিয়োগ বা ঘোষণা

১৯। কতিপয় ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিয়োগ না করা

তৃতীয় অধ্যায়

অভিভাবকের কর্তব্য, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব

সাধারণ

২০। প্রতিপাল্যের প্রতি অভিভাবকের আস্থার সম্পর্ক

২১। অভিভাবক হিসাবে নাবালকের কাজ করিবার সক্ষমতা

২২। অভিভাবকের পারিশ্রমিক

২৩। অভিভাবক হিসাবে কালেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ

শরীরের অভিভাবক

২৪। শরীরের অভিভাবকের কর্তব্য

২৫। প্রতিপাল্যের জিম্মার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অধিকার

২৬। প্রতিপাল্যকে এখতিয়ার হইতে অপসারণ

সম্পত্তির অভিভাবক

২৭। সম্পত্তির অভিভাবকের কর্তব্যসমূহ

২৮। ইচ্ছাপত্র (উইল) দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবকের ক্ষমতা

২৯। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহের সীমাবদ্ধতা

৩০। ধারা ২৮ ও ২৯ লঙ্ঘন করিয়া সংঘটিত হস্তান্তরের বাতিলযোগ্যতা

৩১ । ধারা ২৯ এর অধীনে হস্তান্তর অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে কার্যপদ্ধতি

৩২। আদালতের নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতার পরিবর্তন

৩৩। এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবকের প্রতিপাল্যের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আদালতের অভিমত চাহিয়া দরখাস্ত করিবার অধিকার

৩৪। আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের কর্তব্য

৩৪ক। হিসাব নিরীক্ষার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষমতা

৩৫। কার্যনির্বাহ মুচলেকা নেওয়া হইয়াছে এমন ক্ষেত্রে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলা

৩৬। কার্যনির্বাহ মুচলেকা না দেওয়া হইয়া থাকিলে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলা

৩৭। অছি হিসাবে অভিভাবকের সাধারণ দায় দায়িত্ব

অভিভাবকত্বের সমাপ্তি

৩৮। যুগ্ম অভিভাবকদের মধ্যে উত্তরজীবিতার অধিকার

৩৯। অভিভাবকের অপসারণ

৪০। অভিভাবকের অব্যাহতি

৪১।	অভিভাবকের কর্তৃত্বের অবসান

৪২।	মৃত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা অপসারিত অভিভাবকের উত্তরাধিকারী নিয়োগ

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পূরক বিধান

৪৩।	অভিভাবকদের ব্যবহার বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আদেশ প্রদান এবং উক্ত আদেশের বলবৎকরণ

৪৪।	প্রতিপাল্যকে এখতিয়ারের সীমানা হইতে অপসারণের শাস্তি

৪৫।	অবাধ্যতার শাস্তি

৪৬।	কালেক্টর এবং অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রতিবেদন

৪৭।	আপিলযোগ্য আদেশ

৪৮।	অন্যান্য আদেশের চূড়ান্ত অবস্থা

৪৯।	খরচ

৫০।	হাইকোর্ট বিভাগের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৫১।	বিলুপ্ত

৫২।	রহিতকরণ

৫৩।	রহিতকরণ

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০

(১৮৯০ সনের ৮ নং আইন)

[২১ মার্চ, ১৮৯০]

[১]অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য সম্পর্কিত আইন একত্রীকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; এবং

(৩) ইহা ১৮৯০ সনের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর হইবে।

২। রহিত।- [রহিতকরণ আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এবং তপশিল দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।]

৩। বিলুপ্ত।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।]

৪। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "নাবালক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যে সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ এর বিধান অনুসারে সাবালকত্ব অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হয়;

(২) "অভিভাবক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির, অথবা শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন;

(৩) "প্রতিপাল্য" অর্থ এমন কোনো নাবালক যাহার শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য কোনো অভিভাবক আছেন;

(৪) "জেলা আদালত" অর্থ দেওয়ানি কার্যবিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে এবং সাধারণ আদিম দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "আদালত" অর্থ-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত বা ঘোষণা করিবার আদেশ প্রদানের জন্য এই আইনের অধীনে আবেদন গ্রহণের এখতিয়ার সম্পন্ন কোনো জেলা আদালত; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে এইরূপ কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো অভিভাবক নিযুক্তি বা ঘোষণা করা হইয়াছে-

---

[১] এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নতর কোনো কিছু না থাকিলে, "পাকিস্তান", "প্রাদেশিক সরকার" এবং "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১) যে আদালত বা আদালতের কর্মকর্তা, যিনি অভিভাবক নিযুক্তি বা ঘোষণা করিয়াছেন অথবা এই আইনের অধীনে অভিভাবক নিযুক্তি বা ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; অথবা

(২) প্রতিপাল্য ব্যক্তির শরীর সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো স্থানের উপর, যে স্থানে প্রতিপাল্য ব্যক্তি সাধারণত সাময়িকভাবে বসবাস করে, সেই স্থানে যে জেলা আদালতের এখতিয়ার বিদ্যমান; অথবা

(গ) ধারা ৪ক অনুসারে কোনো কার্যক্রম স্থানান্তরিত হইলে, যে কর্মকর্তার আদালতে এইরূপ কার্যক্রম স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(৬) "কালেক্টর" অর্থ কোনো জেলার রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তা এবং সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যাহাকে তাহার নামে বা পদাধিকার বলে কোনো স্থানীয় এলাকায় বা কোন শ্রেণির ব্যক্তিদের সম্পর্কে অথবা এই আইনের সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্যে কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করেন, সেইরূপ কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[১][* * *]

(৮) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন [২][সুপ্রীম কোর্ট] কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

[৩]**[৪ক। অধঃস্তন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার উপর এখতিয়ার অর্পণ এবং এইরূপ কর্মকর্তাদের নিকট কার্যক্রম স্থানান্তর করিবার ক্ষমতা।-** (১) হাইকোর্ট বিভাগ, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, জেলা আদালতের অধীন আদিম দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগকারী যে কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে অথবা জেলা আদালতের বিচারককে তাহার অধস্তন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই ধারার বিধান অনুসারে তাহাদের নিকট হস্তান্তরিত মামলার কার্যক্রম নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) জেলা আদালতের বিচারক, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন তাহার আদালতে বিচারাধীন যে কোনো কার্যক্রম যে কোনো স্তরে তাহার অধস্তন এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তার নিকট স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৩) জেলা আদালতের বিচারক যে কোনো পর্যায়ে তাহার নিজের আদালতে অথবা উপ-ধারা (১) অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার আদালতে এই আইনের অধীন এইরূপ অন্য কোনো কর্মকর্তার আদালতে বিচারাধীন কার্যক্রম স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে কোনো কার্যক্রম স্থানান্তরিত হইলে জেলা আদালতের বিচারক লিখিত আদেশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, যেই আদালতে বা কর্মকর্তার নিকট ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালত বা তিনি এই আইনের সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্যে অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষণাকারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিভাবক নিয়োগ ও ঘোষণা

৫। বিলুপ্ত।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।]

---

১ দফা (৭) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ ধারা ৪ক অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য (সংশোধন) আইন, ১৯২৬ (১৯২৬ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৬। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষমতার সংরক্ষণ।- [১][* * *] এই আইনের কোনো বিধান কোনো নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য কোনো অভিভাবক [২][* * *] নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নাবালকের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান কোনো আইনে প্রদত্ত বৈধ ক্ষমতাকে বাদ বা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে মর্মে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

৭। অভিভাবকত্বের বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য আদালতের ক্ষমতা।- (১) যেইক্ষেত্রে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নাবালকের কল্যাণের জন্য আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন সেইক্ষেত্রে-

(ক) তাহার শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া; অথবা

(খ) কোনো ব্যক্তিকে সেইরূপ অভিভাবক ঘোষণা করিয়া,

আদালত তদানুসারে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:[৩]

তবে শর্ত থাকে যে, নাবালক বাংলাদেশের নাগরিক হইলে বাংলাদেশী নাগরিক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে নাবালকের অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত বা ঘোষণা করা যাইবে না।

(২) কোনো অভিভাবক উইল বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিযুক্ত না হইলে অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত না হইলে এই ধারার অধীন কোনো আদেশ উক্ত অভিভাবকের অপসারণ বুঝাইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো অভিভাবক উইল বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা অথবা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে এই ধারার অধীন অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার পরিবর্তে অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষণা করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না উক্তরূপভাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এই আইন অনুসারে দায়িত্ব পালন বন্ধ করিয়াছেন।

৮। আদেশের জন্য দরখাস্ত করিবার অধিকারী ব্যক্তি।- পূর্বের শেষোক্ত ধারার অধীন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের দরখাস্ত ব্যতীত কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না-

(ক) যে ব্যক্তি নাবালকের অভিভাবক হইতে ইচ্ছুক বা অভিভাবক হওয়ার দাবী করেন, বা

(খ) নাবালকের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু, বা

(গ) যে জেলা বা স্থানীয় এলাকায় নাবালক সাধারণত বসবাস করে বা যেখানে তাহার সম্পত্তি আছে সেই জেলা বা স্থানীয় এলাকার কালেক্টর, বা

(ঘ) নাবালক যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণির উপর কর্তৃত্ব আছে এমন কালেক্টর।

৯। দরখাস্ত গ্রহণ করিবার জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত।- (১) যদি দরখাস্ত নাবালকের শরীরের অভিভাবকত্বের বিষয়ে হয়, তাহা হইলে উহা নাবালক সাধারণত যেখানে বসবাস করে সেই এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যদি দরখাস্ত নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের বিষয়ে হয়, তাহা হইলে উহা নাবালক যেখানে সাধারণত বসবাস করে সেই এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালতে বা যেখানে তাহার সম্পত্তি আছে সেই এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালতে দাখিল করা যাইবে।

(৩) নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবকত্বের বিষয়ে নাবালক যেখানে সাধারণত বসবাস করে সেই এলাকার জেলা জজ আদালত ব্যতীত অন্য আদালতে দরখাস্ত করিলে উক্ত আদালত এখতিয়ার সম্পন্ন অন্য কোনো জেলা

---

১ "কোন নাবালকের ক্ষেত্রে যিনি ইউরোপীয় ব্রিটিশ নাগরিক নন," শব্দগুলি ও কমা বাংলাদেশ আইন (পুনবিক্ষন ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "তার" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য (সংশোধন) আইন, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত ।

আদালত কর্তৃক উক্ত দরখাস্ত অধিকতর ন্যায়ত ও সুবিধাজনকভাবে নিষ্পত্তি হইবে বিবেচনা করিলে উক্ত দরখাস্ত ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

১০। দরখাস্তের ফরম।- (১) যদি কালেক্টর কর্তৃক দরখাস্ত না করা হয়, তাহা হইলে দেওয়ানি কার্যবিধিতে কোনো আর্জি স্বাক্ষর ও প্রতিপাদনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে বর্ণিত উক্ত দরখাস্ত স্বাক্ষর ও প্রতিপাদন করিয়া এবং যতদূর পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) নাবালকের নাম, লিঙ্গ, ধর্ম, জন্ম তারিখ এবং তাহার সাধারণ বাসস্থান;

(খ) নাবালক স্ত্রীলোক হইলে তিনি বিবাহিতা কিনা এবং বিবাহিত হইলে তাহার স্বামীর নাম এবং বয়স;

(গ) নাবালকের সম্পত্তি, যদি থাকে, এর প্রকৃতি, অবস্থান এবং আনুমানিক মূল্য;

(ঘ) নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি যাহার জিম্মায় বা দখলে রহিয়াছে তাহার নাম এবং বাসস্থান;

(ঙ) নাবালকের কোন্ কোন্ নিকট আত্মীয় আছেন এবং তাহারা কোথায় বসবাস করেন;

(চ) নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির অথবা উভয়ের অভিভাবক এইরূপ কোনো ব্যক্তি দ্বারা নিযুক্ত করা হইয়াছে কিনা, যিনি নাবালক যে আইনের অধীন, সেই আইনে এইরূপ নিযুক্তির অধিকারী বা দাবীদার;

(ছ) নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির অথবা উভয়ের অভিভাবকত্বের জন্য কোনো সময়ে কোনো আদালতে দরখাস্ত করা হইয়াছিল কিনা এবং যদি করা হইয়া থাকে, তবে কোন্ আদালতে এবং তাহার ফলাফল কী হইয়াছিল;

(জ) দরখাস্তটি নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণার জন্য কিনা;

(ঝ) যে ক্ষেত্রে দরখাস্তটি অভিভাবক নিযুক্তির জন্য, সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অভিভাবকের যোগ্যতাসমূহ;

(ঞ) যে ক্ষেত্রে দরখাস্তটি কোনো ব্যক্তিকে অভিভাবক ঘোষণার জন্য, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির দাবীর ভিত্তিসমূহ;

(ট) দরখাস্ত করিবার কারণসমূহ; এবং

(ঠ) অন্যান্য বিবরণ, যদি নির্ধারিত থাকিয়া থাকে অথবা দরখাস্তের প্রকৃতির জন্য বর্ণনা করা আবশ্যক হয়।

(২) যদি কালেক্টর কর্তৃক উক্ত দরখাস্ত করা হয়, তবে উহা চিঠি আকারে আদালতকে সম্বোধন করিয়া প্রদান করিতে হইবে এবং ডাকযোগে বা অন্য কোনো পদ্ধতি সুবিধাজনক মনে করা হইলে উক্ত পদ্ধতিতে অগ্রায়ন করিতে হইবে এবং দরখাস্তে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ যতদূর সম্ভব বর্ণনা করিতে হইবে।

(৩) দরখাস্তে প্রস্তাবিত অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করিবার সম্মতির ঘোষণা থাকিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণা তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং অন্যূন দুইজন সাক্ষী দ্বারা প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

১১। দরখাস্ত গ্রহণের পদ্ধতি।- (১) যদি কোনো আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দরখাস্তটি লইয়া অগ্রসর হওয়ার মত কারণ আছে তাহা হইলে উহা শুনানীর জন্য একটি দিন নির্ধারণ করিবেন এবং দরখাস্ত এবং শুনানীর তারিখের নোটিস প্রদান করিবেন-

(ক) যাহা দেওয়ানি কার্যবিধিতে নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর জারি করিতে হইবে-

(১) নাবালকের মাতাপিতা, যদি তাহারা বাংলাদেশে বসবাস করেন;

(২) নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির জিম্মাদার বা দখলকার হিসাবে দরখাস্তে বা পত্রে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যক্তি;

(৩) দরখাস্ত বা পত্রে অভিভাবক হিসাবে নিযুক্তি বা ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, যদি উক্ত ব্যক্তি নিজেই দরখাস্তকারী না হন; এবং

(৪) আদালতের বিবেচনায় অন্য কোনো ব্যক্তি, যাহাকে দরখাস্তের বিশেষ নোটিস প্রদান করা প্রয়োজন; এবং

(খ) আদালত প্রাঙ্গানের এবং নাবালকের বাসস্থানের দৃষ্টিগ্রাহ্য কতিপয় স্থানে নোটিস টাংগাইতে হইবে এবং এই আইন অনুসারে [১][সুপ্রীম কোর্টের] কোনো বিধি সাপেক্ষে আদালত যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবেন সেইভাবে প্রচার করিতে হইবে।

(২) সরকার ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন দরখাস্তে বর্ণিত সম্পত্তির যে কোনো অংশের উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডস তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিতে পারিবে মর্মে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং যে কালেক্টরের এলাকায় সাধারণত নাবালক বসবাস করেন এবং যে সকল জেলায় বর্ণিত সম্পত্তির অংশ বিশেষ অবস্থিত সে সকল জেলার কালেক্টরের উপর উল্লিখিত পদ্ধতিতে আদালত নোটিস জারি করাইবেন এবং কালেক্টর যেভাবে উপযুক্ত মনে করিবেন সেইভাবে নোটিস প্রচার করাইতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো নোটিস জারি বা প্রচারের জন্য আদালত বা কালেক্টর কর্তৃক কোনো খরচ ধার্য করা যাইবে না।

১২। নাবালককে হাজির এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তাহার শরীর ও সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) নাবালককে আদালত কর্তৃক নিদিষ্ট স্থানে নিদিষ্ট সময়ে আদালতের নিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত করা বা করানোর জন্য, তাহার জিম্মাদার কোনো ব্যক্তি থাকিলে, আদালত তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির অস্থায়ী তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের বিষয়ে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নাবালক যদি এমন স্ত্রী লোক হয়, যাহাকে জনসাধারণের সম্মুখে হাজির হইতে বাধ্য করা উচিত হইবে না, তবে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দেশের সময় উল্লেখ করিতে হইবে যে, তাহাকে দেশের প্রথা ও রীতি অনুসারে হাজির করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই-

(ক) স্বামী হওয়ার কারণে অভিভাবক হিসাবে দাবীদার এমন কোনো ব্যক্তির জিম্মায় কোনো নাবালক মেয়েকে রাখিবার বিষয়ে আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি না ইতঃপূর্বেই তাহার পিতামাতার, যদি থাকে, সম্মতিতে তিনি তাহার জিম্মায় থাকে; অথবা

(খ) কোন নাবালকের সাময়িক জিম্মাদার এবং সম্পত্তির সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির দখলদারকে বেদখল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না।

১৩। আদেশ প্রদানের পূর্বে সাক্ষ্য গ্রহণ।- দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্যকৃত দিনে অথবা তৎপরবর্তী যথাশীঘ্র সম্ভব দরখাস্তের পক্ষে-বিপক্ষে যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হইবে আদালত উহা শ্রবণ করিবেন।

১৪। বিভিন্ন আদালতে যুগপৎ কার্যধারা।- (১) নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণার কার্যধারা একাধিক আদালতে চলমান থাকিলে প্রত্যেক আদালত অন্য আদালত বা আদালতসমূহের কার্যধারার বিষয়ে অবগত হইবার পর নিজ আদালতের কার্যধারা স্থগিত করিবেন।

(২) [২][এইরূপ প্রত্যেক আদালত] উক্ত কার্যধারার বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা সম্পর্কে উক্ত কার্যধারা কোন্ আদালতে চলিবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

---

১ “হাইকোর্ট” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপ্রিম কোর্ট” শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ “যদি আদালত উভয় বা একই উচ্চ আদালতের অধীন হয়, তারা” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “এইরূপ প্রত্যেক আদালত” শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) অনুসারে যেসকল কার্যধারা স্থগিত হইয়াছে, সেই সকল কার্যধারার বিষয়ে আদালতসমূহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং এই বিষয়ে তাদের স্ব স্ব সরকার হইতে প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে পরিচালিত হইবেন।

১৫। একাধিক অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা।- (১) নাবালক যে আইনের অধীন উক্ত আইনে যদি তাহার শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য দুই বা ততোধিক যুগ্ম অভিভাবকের স্বীকৃতি থাকে তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে তাহাদেরকে অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

[১][* * *]

(৪) নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র অভিভাবক নিযুক্ত বা ঘোষণা করা যাইবে।

(৫) যদি নাবালকের একাধিক সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত সম্পত্তির যে কোনটির বা একাধিক সম্পত্তির জন্য আলাদা আলাদা অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৬। আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা।- কোনো আদালত উহার স্থানীয় এখতিয়ার বহির্ভূত কোনো সম্পত্তির জন্য কোনো অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিলে যে আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত আদালত অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণার জাবেদা নকল উপস্থাপনের পর উক্ত অভিভাবককে বৈধভাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত আদেশটি কার্যকর করিবেন।

১৭। অভিভাবক নিয়োগকালে আদালত কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ।- (১) নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণাকালে আদালত এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে নাবালক যে (ব্যক্তিগত) আইনের দ্বারা পরিচালিত উহার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উক্ত নাবালকের কল্যাণের জন্য যাহা উত্তম বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) নাবালকের কল্যাণের জন্য কোনটি উত্তম তাহা বিবেচনাকালে আদালত উক্ত নাবালকের বয়স, লিঙ্গ এবং ধর্ম, প্রস্তাবিত অভিভাবকের চরিত্র এবং সক্ষমতা, নাবালকের সহিত আত্মীয়তার নৈকট্য, মৃত পিতামাতার কোনো ইচ্ছা, যদি থাকে, এবং নাবালকের তাহার সম্পত্তির সহিত প্রস্তাবিত অভিভাবকের বর্তমান বা পূর্বের সম্পর্কের বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যদি নাবালকের বয়স এইরূপ হয় যে, তিনি নিজে বিবেচনাপ্রসূত পছন্দ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে আদালত উক্ত পছন্দ বিবেচনা করিতে পারিবেন।

[২][* * *]

(৫) আদালত কোনো ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ বা ঘোষণা করিবেন না।

১৮। পদাধিকার বলে কালেক্টরকে নিয়োগ বা ঘোষণা।- আদালত কালেক্টরকে পদাধিকার বলে নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি অথবা ক্ষেত্রমত, অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিলে, উক্ত নিয়োগ বা ঘোষণার আদেশ নাবালকের শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের অভিভাবক হিসাবে কাজ করিবার জন্য উক্ত পদে উক্ত সময়ে বিদ্যমান ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৯। কতিপয় ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক অভিভাবক নিয়োগ না করা।- কোনো নাবালকের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর তত্ত্বাবধানে থাকিলে উক্ত নাবালকের সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিবার ব্যক্তির অধিকার অথবা নিম্নরূপ ক্ষেত্রে শরীরের অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা এই অধ্যায় অনুযায়ী আদালতের নাই-

(ক) যে নাবালক বিবাহিতা মহিলা এবং যাহার স্বামী আদালতের মতে অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত নহেন, বা

---

১ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা উপ-ধারা (২) এবং (৩) বিলুপ্ত।

২ উপ-ধারা (৪) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(খ) ইউরোপিয়ান বৃটিশ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে যে নাবালকের পিতা জীবিত এবং আদালতের মতে নাবালকের শরীরের অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত নহেন, বা

(গ) যে নাবালকের সম্পত্তি, উক্ত নাবালকের শরীরের বিষয়ে অভিভাবক নিয়োগের উপযুক্ত এইরূপ কোনো কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিভাবকের কর্তব্য, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব

সাধারণ

২০। প্রতিপাল্যের প্রতি অভিভাবকের আস্থার সম্পর্ক।- (১) কোনো অভিভাবকের তাহার প্রতিপাল্যের সহিত আস্থার সম্পর্ক থাকিবে, এবং কোনো উইল বা অন্য কোনো দলিল, যদি থাকে, যাহার দ্বারা তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, বা এই আইনে অন্য কোনো কিছু না থাকিলে, অভিভাবকত্বের পদাধিকারে তিনি কোনো প্রকার মুনাফা লাভ করিতে পারিবেন না।

(২) প্রতিপাল্যের প্রতি অভিভাবকের আস্থার সম্পর্ক, প্রতিপাল্য সাবালক হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং অভিভাবক কর্তৃক নাবালকের বা নাবালক কর্তৃক অভিভাবকের সম্পত্তি ক্রয় এবং সাধারণতঃ অভিভাবকের প্রভাব থাকাকালীন তাহাদের মধ্যকার যাবতীয় লেনদেনকে প্রভাবিত করিবে।

২১। অভিভাবক হিসাবে নাবালকের কাজ করিবার সক্ষমতা।- কোনো নাবালক অন্য নাবালকের অভিভাবক হইবার যোগ্য নহে, তবে কোনো নাবালক তাহার নিজ স্ত্রী ও সন্তানের অথবা নাবালক হিন্দু যৌথ পরিবারের নির্বাহী সদস্য হইলে, উক্ত পরিবারের অন্য নাবালকের স্ত্রী ও সন্তানের অভিভাবক হইতে পারিবেন।

২২। অভিভাবকের পারিশ্রমিক।- (১) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত অভিভাবক, তাহার দায়িত্ব নির্বাহে যত্ন ও কষ্ট স্বীকারের জন্য আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ ভাতা, যদি থাকে, পাইবেন।

(২) কোনো সরকারি কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে, কোনো অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত বা ঘোষিত হইলে, সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন, সেইরূপ পারিশ্রমিক প্রতিপাল্যের সম্পত্তি হইতে সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

২৩। অভিভাবক হিসাবে কালেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ।- আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত নাবালকের শরীর বা সম্পত্তির অথবা উভয়ের অভিভাবক কালেক্টর হইলে তিনি নাবালকের অভিভাবকত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সরকারের অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

শরীরের অভিভাবক

২৪। শরীরের অভিভাবকের কর্তব্যসমূহ।- প্রতিপাল্যের শরীরের অভিভাবক প্রতিপাল্যকে তাহার জিম্মায় রাখিবেন এবং তাহার প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রতিপাল্য যে আইনের অধীন সেই আইনে নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

২৫। প্রতিপাল্যের জিম্মার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অধিকার।- (১) যদি কোনো নাবালক বা প্রতিপাল্য তাহার শরীরের অভিভাবকের জিম্মা ত্যাগ করে অথবা তাহাকে জিম্মা হইতে অপসারণ করা হয়, তাহা হইলে প্রতিপাল্যের কল্যাণ বিবেচনায় তাহাকে অভিভাবকের জিম্মায় ফেরৎ দেওয়া আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে ফেরতের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য প্রতিপাল্যকে গ্রেফতার করিতে এবং অভিভাবকের জিম্মায় অর্পণ করাইতে পারিবেন।

(২) প্রতিপাল্যকে গ্রেফতার করিবার ক্ষেত্রে আদালত [1][ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮] এর ধারা ১০০ এ প্রদত্ত একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) অভিভাবক নহে এমন ব্যক্তির সহিত প্রতিপাল্য অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস করিবার কারণে অভিভাবকত্ব আপনা আপনি অবসান হইবে না।

২৬। প্রতিপাল্যকে এখতিয়ার হইতে অপসারণ।- (১) অভিভাবক কালেক্টর না হইলে অথবা উইল বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিযুক্ত না হইলে আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত নিয়োগ প্রদান বা ঘোষণাকারী আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিপাল্যকে তাহার এখতিয়ারের সীমানা হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদালতের প্রদত্ত অনুমতি বিশেষ বা সাধারণ হইতে পারে এবং অনুমতির আদেশে তাহা সংজ্ঞায়িত করা যাইবে।

সম্পত্তির অভিভাবক

২৭। সম্পত্তির অভিভাবকের কর্তব্য।- প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক সাধারণ পরিণামদর্শী ব্যক্তির মত যতদূর সম্ভব সাবধানতার সহিত তাহার নিজের সম্পত্তির মত উক্ত সম্পত্তির প্রতি আচরণ করিতে বাধ্য এবং এই অধ্যায়ের বিধানাবলী সাপেক্ষে আদায়করণ, সংরক্ষণ অথবা সম্পত্তির কল্যাণের জন্য যুক্তিসঙ্গত এবং উপযুক্ত সকল কাজ করিতে পারিবেন।

২৮। ইচ্ছাপত্র (উইল) দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহ।- ইচ্ছাপত্র (উইল) বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রতিপাল্যের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা জিম্মা বা বিক্রি, দান বিনিময় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা দলিলের বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইবে, তবে এই আইনের অধীন তাহাকে অভিভাবক ঘোষণা করা হইলে এবং দলিলের বাধা নিষেধ সত্ত্বেও আদালত লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো স্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২৯। আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতাসমূহের সীমাবদ্ধতা।- আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা নিযুক্ত প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক, যদি কালেক্টর বা উইল বা অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিযুক্ত বা ঘোষিত না হন, তাহা হইলে আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতীত তিনি-

(ক) তাহার প্রতিপাল্যের স্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ বন্ধক, জিম্মা, বিক্রয়, দান, বিনিময়করণ, বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর, বা

(খ) উক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ পাঁচ বৎসরের অধিককালের জন্য বা যে তারিখে প্রতিপাল্যের নাবালকত্বের অবসান হইবে, সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক যে কোনো সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৩০। ধারা ২৮ ও ২৯ লঙ্ঘন করিয়া সংঘটিত হস্তান্তরের বাতিলযোগ্যতা।- কোনো অভিভাবক কর্তৃক পূর্ববর্তী দুইটি ধারার যে কোনো ধারা লংঘন করিয়া স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইলে তাহা, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তির অনুরোধে বাতিলযোগ্য হইবে।

৩১। ধারা ২৯ এর অধীনে হস্তান্তর অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে কার্যপদ্ধতি।- (১) ধারা ২৯ এ বর্ণিত যে কোনো কাজ করিবার জন্য অভিভাবকের একান্ত প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র ব্যতীত বা প্রতিপাল্যের সুস্পষ্ট কল্যাণার্থে না হইলে আদালত অভিভাবককে কোনো অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(২) অনুমতি প্রদানকারী আদেশে, ক্ষেত্রমত, আবশ্যকতা বা সুবিধা, উল্লেখ, অনুমতি প্রার্থিত কাজটি সম্পর্কিত সম্পত্তির বিবরণ থাকিবে, এবং আদালতের নিকট উক্ত অনুমতির সহিত সংযুক্ত করিবার মত কোনো শর্ত আরোপ করা যথোচিত মনে হইলে উক্তরূপ শর্তাদি উহাতে নির্দিষ্ট থাকিবে; এবং উহা স্বয়ং আদালতের বিচারক কর্তৃক

[1] "ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৮২" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা এর পরিবর্তে "ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

লিপিবদ্‌ধ, তারিখ প্রদত্ত ও স্বাক্ষরিত হইবে, অথবা কোনো কারণে যদি তিনি স্বহস্তে আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে বারিত হন, তাহা হইলে তাহার শ্রুতিলিখিন গৃহীত হইবে এবং তৎকর্তৃক তারিখ প্রদত্ত ও স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) আদালত স্বীয় বিবেচনায় অন্যান্য শর্তাদির মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ অনুমতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, যথা:-

(ক) আদালতের অনুমোদন ব্যতীত বিক্রয় সম্পূর্ণ হইবে না;

(খ) অভিপ্রেত বিক্রয়ের ঘোষণা প্রচারের পর আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে, আদালতের সামনে, বা উক্ত উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে, এই আইনের অধীন [১][সুপ্রীম কোর্ট] প্রণীত যে কোনো বিধি সাপেক্ষে, আদালত যেভাবে, জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রয়ের নির্দেশ করেন, সেইভাবে বিক্রয়কার্য সম্পন্ন হইবে।

(গ) পারিতোষিকের বিনিময়ে কোনো ইজারা প্রদান করা যাইবে না, অথবা বার্ষিক ভিত্তিতে এবং আদালত উহার অন্য যেরূপ ভাড়া ও চুক্তি নির্দেশ করেন সেইরূপ শর্তাধীনে প্রদান করা যাইবে।

(ঘ) অনুমোদিত কার্যপ্রসূত লাভের সমগ্র বা একটি অংশ অভিভাবক কর্তৃক আদালতে প্রদত্ত হইবে এবং তাহা হইতে উহা খরচ হইবে, অথবা আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিয়োগপত্রে লগ্নিকৃত হইবে, অথবা কোনোভাবে আদালত যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন, সেইভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৪) ধারা ২৯ এ উল্লিখিত কোনো কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অভিভাবককে অনুমতিদানের পূর্বে আদালত, অনুমতির আবেদনপত্র সম্পর্কে, প্রতিপাল্যের এইরূপ সকল আত্মীয় বা বন্ধুকে, নোটিস প্রদান করিতে পারেন যাহাদের আদালতের মতে উক্ত নোটিস পাওয়া উচিত এবং আদালত, আবেদনটির বিপক্ষে যে কেহ আসিয়া হাজির হয়, তাহার বক্তব্য শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩২। আদালতের নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতার পরিবর্তন।- যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন এবং তিনি কালেক্টর নন সেইক্ষেত্রে আদালত প্রতিপাল্যের ব্যক্তিগত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার কল্যাণের জন্য সম্পত্তির বিষয়ে সময়ে সময়ে অভিভাবকের ক্ষমতা নির্দিষ্ট, সীমাবদ্‌ধ করিয়া বা বাড়াইয়া যেইভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেইভাবে আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

৩৩। এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবকের প্রতিপাল্যের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আদালতের অভিমত চাহিয়া দরখাস্ত করিবার অধিকার।- (১) আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক উক্ত আদালতের নিকট প্রতিপাল্যের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের যে কোনো বর্তমান প্রশ্নের উপর মতামত, পরামর্শ অথবা নির্দেশের জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) আদালত যদি উক্ত প্রশ্নকে সংক্ষিপ্তভাবে নিষ্পত্তির যোগ্য বিবেচনা করেন তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে যে সকল ব্যক্তি আবেদনের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উহাদের উপর উক্ত দরখাস্তের নকল জারি করাইবেন এবং তাহারা শুনানীতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৩) অভিভাবক সরল বিশ্বাসে দরখাস্তে ঘটনা বিবৃত করিয়া এবং আদালতের দেওয়া মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিলে দরখাস্তের বিষয়বস্তুর বিষয়ে যতদূর সম্ভব তাহার নিজের দায়িত্বে, অভিভাবক হিসাবে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে।

৩৪। আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত সম্পত্তির অভিভাবকের কর্তব্য।- যেক্ষেত্রে প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন এবং এইরূপ অভিভাবক যদি কালেক্টর না হন, সেইক্ষেত্রে তিনি-

---

[১] "হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ক) নাবালকের সাময়িক কল্যাণ নিশ্চিত করিবার জন্য আদালত চাহিলে যথাসম্ভব নির্ধারিত ছকে আদালতের বিচারকের নিকট জামানতসহ বা ব্যতীত যেমন নির্ধারিত করা হয়, মুচলেকা দিবেন এবং নাবালকের সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিবেন;

(খ) আদালত যদি প্রয়োজন মনে করেন, নিয়োগ বা ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যে অথবা আদালতের নির্দেশিত সময়ের মধ্যে প্রতিপাল্যের স্থাবর সম্পত্তি, টাকা এবং অন্য অস্থাবর সম্পত্তি, বিবরণ দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রতিপাল্যের পক্ষ হইতে যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত তারিখে প্রতিপাল্যের দেয় বা প্রাপ্যতার বিবরণ আদালতে দাখিল করিবেন;

(গ) আদালত যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে সময়ে সময়ে যে ভাবে নির্দেশ প্রদান করিবেন সেইরূপে এবং সেই সময়ে তাহার হিসাব আদালতে প্রদর্শন করিবেন;

(ঘ) আদালত কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আদালত কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে ও হিসাবে উহার পাওনা বা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত পরিমাণে আদালতে জমা প্রদান করিবেন; এবং

(ঙ) প্রতিপাল্যের এবং এইরূপ সকল ব্যক্তি যাহারা তাহার পোষ্য তাহাদের খোরপোষ, শিক্ষা ও উৎকর্ষের জন্য এবং প্রতিপাল্য বা তাহার পোষ্যরা পক্ষ থাকিতে পারে এমন অনুষ্ঠান উৎযাপনের জন্য আদালতে আবেদন করিবেন এবং প্রতিপাল্যের সম্পত্তির আয়ের এইরূপ অংশ হইতে যাহা আদালত সময় সময় নির্দেশ দিবেন এবং আদালত আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ ব্যবহার করিবেন।

[১][**৩৪ক। হিসাব নিরীক্ষার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষমতা।**– ধারা ৩৪ এর দফা (গ) অনুসারে বা অন্যভাবে তলব করা হইলে প্রতিপাল্যের সম্পত্তির অভিভাবক হিসাব প্রদর্শন করিলে আদালত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত হিসাব নিরীক্ষা করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং সম্পত্তির আয় হইতে উক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়ারও নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।]

৩৫। কার্যনির্বাহ মুচলেকা নেওয়া হইয়াছে এমন ক্ষেত্রে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলা।- যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক, প্রতিপাল্যের সম্পত্তি হইতে যাহা তিনি পাইতে পারেন তাহার সঠিক হিসাব দেওয়ার জন্য মুচলেকা দিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিলে এবং মুচলেকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে এবং জামানতের এমন শর্তের উপর অথবা গৃহীত যে কোনো টাকা আদালতের প্রদান করিবার শর্তে অথবা আদালত অন্য যেইভাবে উচিত মনে করেন অন্য যে কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত মুচলেকা হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ ব্যক্তি তাহার নিজ নামে মুচলেকার উপর মামলা দায়ের করিতে পারিবেন যেন আদালতের বিচারকের পরিবর্তে মূলত মুচলেকা তাহাকেই প্রদান করা হইয়াছিল এবং প্রতিপাল্যের অছি হিসাবে কোনো শর্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে আদায় করিবার অধিকারী হইবেন।

৩৬। কার্যনির্বাহ মুচলেকা না দেওয়া হইয়া থাকিলে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলা।- (১) আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক যেইক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত মতে মুচলেকা প্রদান করেন নি, আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে কোনো ব্যক্তি পরবর্তী বন্ধু হিসাবে প্রতিপাল্যের নাবালক থাকাকালীন সময়ে উপরোল্লিখিত শর্তে অভিভাবক হিসাবে প্রতিপাল্যের সম্পত্তি হইতে যাহা পাইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়ার জন্য মামলা করিতে পারেন এবং প্রতিপাল্যের অছি হিসাবে অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধির নিকট প্রাপ্য টাকা মামলা মারফত আদায় করিতে পারেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী অনুসারে অভিভাবকের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে এই আইন কর্তৃক সংশোধিত [২][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর তপশিল-১ এর আদেশ ৩২ এর বিধি ১ এবং ৪ (২)] এর বিধান সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

---

[১] ধারা ৩৪ক অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য (সংশোধন) আইন ১৯২৯ (১৯২৯ সালের আইন নং ১৭) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৪৪০" শব্দগুলি এবং সংখ্যা এর পরিবর্তে "দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর তপশিল-১ এর ৩২ আদেশের বিধি ১ এবং ৪ (২)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩৭। অছি হিসাবে অভিভাবকের সাধারণ দায় দায়িত্ব।- উপরিউল্লিখিত শেষ দুইটি ধারার কোনো কিছু দ্বারাই কোনো প্রতিপাল্য বা তাহার প্রতিনিধিকে তাহার অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় এমন ব্যাখ্যা করা যাইবে না এবং উপর্যুক্ত দুইটি ধারায় কোনটিতেই প্রত্যক্ষভাবে বলা না থাকিলেও যে কোনো স্বত্বভোগী বা তাহার প্রতিনিধি, তাহার অছি বা তাহার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রতিকার পাইবে।

অভিভাবকত্বের সমাপ্তি

৩৮। যুগ্ম অভিভাবকদের মধ্যে উত্তরজীবিতার অধিকার।- দুই বা ততোধিক যুগ্ম অভিভাবকের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে আদালত কর্তৃক আরো অভিভাবক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরজীবী বা উত্তরজীবীগণ কর্তৃক অভিভাবকত্ব অব্যাহত থাকিবে।

৩৯। অভিভাবকের অপসারণ।- কোনো স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে বা নিজ প্রস্তাবে আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক অথবা উইল বা অন্য দলিল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবককে আদালত নিম্নলিখিত যেকোনো কারণে অপসারণ করিতে পারেন, যথা:-

(ক) তাহার অছির অপব্যবহারের জন্য;

(খ) তাহার অছির কর্তব্য পালনে ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য;

(গ) তাহার অছির কর্তব্য পালনে অক্ষমতার জন্য;

(ঘ) তাহার প্রতিপাল্যের প্রতি দুর্ব্যবহার বা তাহার প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিতে অবহেলা করিবার জন্য;

(ঙ) এই আইনের কোনো বিধানের প্রতি বা আদালতের কোনো আদেশের প্রতি ক্রমাগতভাবে অবজ্ঞা করিবার জন্য;

(চ) কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে, যাহা আদালতের মতে চরিত্রগত ত্রুটি বুঝায়, যাহার দরুণ তিনি প্রতিপাল্যের অভিভাবক হিসাবে থাকার অযোগ্য হইয়া পড়েন, তাহার জন্য;

(ছ) বিশ্বস্তভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিরূপ স্বার্থ থাকিবার কারণে;

(জ) আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারে সীমানার মধ্যে বাস করা বন্ধ করিবার কারণে;

(ঝ) সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব ও অস্বচ্ছলতার জন্য;

(ঞ) নাবালকের ব্যক্তিগত আইনের অধীনে অভিভাবকের অভিভাবকত্ব সমাপ্ত হইলে বা সমাপ্ত হইতে বাধ্য হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিভাবক উইল বা অন্য দলিল দ্বারা নিযুক্ত হইলে এই আইনে ঘোষিত হউক বা না হউক তাহাকে নিম্নলিখিত কারণে অপসারণ করা যাইবে না-

(ক) দফা (ছ) এর বর্ণিত কারণের জন্য তবে যে ব্যক্তি তাহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহার মৃত্যুর পর বিরূপ স্বার্থ উদ্ভব না হইলে অথবা যদি ইহা দেখানো হয় যে, উক্ত ব্যক্তি বিরূপ স্বার্থের অস্তিত্বের অজ্ঞতায় নিয়োগদান ও বহাল রাখিয়াছে; অথবা

(খ) দফা (জ) এর বর্ণিত কারণের জন্য যদি না এইরূপ অভিভাবক এমন বাসস্থান নেয় যাহা আদালতের মতে অভিভাবক হিসাবে কর্তব্য পালনের জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

৪০। অভিভাবকের অব্যাহতি।- (১) আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি আদালতের নিকট অব্যাহতির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) আদালত আবেদনের সন্তোষজনক কারণ দেখিলে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন এবং আবেদনকারী অভিভাবক যদি কালেক্টর হন এবং সরকার তাহার অব্যাহতির আবেদন অনুমোদন করেন তাহা হইলে আদালত তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

৪১। অভিভাবকের কর্তৃত্বের অবসান।- (১) শরীরের অভিভাবকের ক্ষমতার অবসান হয়-

(ক) তাহার মৃত্যু, অপসারণ বা অব্যাহতির কারণে;

(খ) কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রতিপাল্যের শরীরের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিলে;

(গ) প্রতিপাল্যের নাবালকত্বের অবসান হইলে;

(ঘ) মহিলা বা প্রতিপাল্যের বিবাহ এমন স্বামীর সহিত হইলে যে তাহার শরীরের অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত নহে, অথবা অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত হইয়া থাকিলে প্রতিপাল্যের বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী আদালতের মতে অনুপযুক্ত না হইলে; অথবা,

(ঙ) প্রতিপাল্যের ক্ষেত্রে যাহার পিতা তাহার শরীরের অভিভাবক হওয়ার অনুপযুক্ত ছিল, উক্ত পিতার অনুপযুক্ততার অবসান হইলে অথবা যদি পিতা আদালত কর্তৃক ঐরূপ অনুপযুক্ত গণ্য হইয়া থাকে, আদালতের মতে তাহার উক্ত অনুপযুক্ততার অবসান হইলে।

(২) সম্পত্তির অভিভাবকের ক্ষমতার অবসান হয়-

(ক) তাহার মৃত্যু, অপসারণ বা অব্যাহতির কারণে;

(খ) কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রতিপাল্যের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিলে;

(গ) প্রতিপাল্যের নাবালকত্বের অবসান হইলে;

(৩) কোনো কারণে অভিভাবকের ক্ষমতার অবসান হইলে আদালত তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার প্রতিনিধিকে তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতিপাল্যের যে কোনো সম্পত্তি অথবা তাহার দখলে থাকা প্রতিপাল্যের অতীত বা বর্তমান যে কোনো সম্পত্তি সম্পর্কিত হিসাব নির্দেশিত মতে সমর্পণ করিবার জন্য তলব করিতে পারেন।

(৪) আদালতের চাহিদা মতে তিনি সম্পত্তি বা হিসাব সমর্পণ করিলে পরবর্তীকালে উদঘাটিত হইতে পারে এমন প্রতারণা ছাড়া আদালত তাহাকে দায় দায়িত্ব হইতে মুক্ত ঘোষণা করিতে পারেন।

৪২। মৃত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা অপসারিত অভিভাবকের উত্তরাধিকারী নিয়োগ।- যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক অব্যাহতি পান, অথবা প্রতিপাল্যের ব্যক্তিগত আইনের অধীনে তাহারা কার্য করিবার অধিকারের অবসান হয় অথবা উক্ত অভিভাবক অথবা উইল বা অন্য দলিল দ্বারা নিযুক্ত কোনো অভিভাবক অপসারিত হন বা মারা যান, সেইক্ষেত্রে প্রতিপাল্য নাবালক থাকিলে, আদালত স্বীয় বিবেচনায় বা ২য় অধ্যায় অনুযায়ী কোনো আবেদনের ভিত্তিতে তাহার শরীর বা সম্পত্তি বা ক্ষেত্রমত উভয়ের জন্য অন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পূরক বিধান

৪৩। অভিভাবকদের ব্যবহার বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আদেশ প্রদান এবং উক্ত আদেশের বলবৎকরণ।- (১) স্বার্থযুক্ত কোনো ব্যক্তির দরখাস্তের ভিত্তিতে অথবা নিজ উদ্যোগে আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবকের ব্যবহার বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আদালত আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিপাল্যের একাধিক অভিভাবক আছে এবং তাহারা উক্ত প্রতিপাল্যের কল্যাণের সহিত যুক্ত কোনো প্রশ্নের ব্যাপারে একমত হইতে অক্ষম, সেইক্ষেত্রে তাহাদের যে কেউ উক্ত বিষয়ে নির্দেশের জন্য আদালতে

আবেদন করিতে পারেন এবং তাহাদের মতানৈক্যের ব্যাপারে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বিলম্বের দরুণ নিস্ফল প্রতিপন্ন হইবে এইরূপ প্রতীয়মান হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত আদালত আদেশ প্রদানের পূর্বে উপ-ধারা (১) এর অধীন হইলে অভিভাবকের উপর অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন হইলে দরখাস্ত করে নাই এমন অভিভাবকের উপর আবেদনপত্রের নোটিস বা আদালতের আদেশ প্রদানের ইচ্ছার নোটিস জারি করিবার নির্দেশ দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আদেশটি দেওয়ানি কার্যবিধির [১][আদেশ ৩৯, বিধি ১ এবং ২] এর অধীনে মঞ্জুরীকৃত নিষেধাজ্ঞার মত একইভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে, যেন উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশের ক্ষেত্রে প্রতিপাল্য বাদী এবং অভিভাবক বিবাদী ছিল অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন আদেশের ক্ষেত্রে আবেদনকারী অভিভাবক বাদী ও অন্যান্য অভিভাবক বিবাদী ছিল।

(৫) উপ-ধারা (২) এর সম্পর্কিত ক্ষেত্র ব্যতীত এই ধারার কোনো কিছুই অভিভাবক হিসেবে কালেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪৪। প্রতিপাল্যকে এখতিয়ারের সীমানা হইতে অপসারণের শাস্তি।- যদি প্রতিপাল্যের ব্যাপারে আদালতকে আদালতের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো অভিভাবক প্রতিপাল্যকে ধারা ২৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আদালতের এখতিয়ারের সীমা হইতে অপসারণ করে, তাহা হইলে উক্ত অভিভাবককে আদালতের আদেশে অনূর্ধ্ব এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাস মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়ানি কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

৪৫। অবাধ্যতার শাস্তি।- (১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, যথা:-

(ক) নাবালকের জিম্মাদার কোনো ব্যক্তি তাহাকে উপস্থিত করা বা করানোর জন্য ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ পালনে যদি ব্যর্থ হন অথবা ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের আনুগত্যে অভিভাবকের জিম্মায় নাবালককে ফেরত আনিতে বাধ্য করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করেন, অথবা

(খ) আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত কোনো অভিভাবক ধারা ৩৪ এর দফা (খ) এর অধীন বা তৎকর্তৃক অনুমোদিত সময়ের মধ্যে উক্ত দফায় প্রয়োজনীয় বিবরণ দাখিল করিতে অথবা উক্ত ধারার দফা (গ) এর অধীন তলবকৃত হিসাব প্রদর্শন অথবা উক্ত ধারার দফা (ঘ) এর অধীন তলবকৃত ঐ সমস্ত হিসাবে তাহার নিকট পাওনা উদ্বৃত্ত আদালতে প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, অথবা

(গ) অভিভাবকত্বের অবসান হইয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি কোনো সম্পত্তি বা হিসাব ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত চাহিদা মোতাবেক অর্পণ করিতে ব্যর্থ হইলে, অবস্থামত উক্ত ব্যক্তি, অভিভাবক অথবা প্রতিনিধি আদালতের আদেশে অনূর্ধ্ব একশত টাকা জরিমানা প্রদানে এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে প্রথম দিনের পরে ত্রুটি চলিতে থাকিলে তাহার প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত দশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং সর্বসাকুল্যে অনূর্ধ্ব পাঁচশত টাকা জরিমানা প্রদানে, এবং অবস্থামত নাবালককে উপস্থিত করা বা উপস্থিত করানোর জন্য অথবা তাহাকে ফেরতে বাধ্য করার জন্য অথবা বিবরণ দাখিল করার জন্য অথবা হিসাব প্রদর্শনের জন্য অথবা উদ্বৃত্ত প্রদানের জন্য অথবা সম্পত্তি বা হিসাব অর্পণের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া পর্যন্ত দেওয়ানি কারাগারে আটক থাকিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া আটক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া আদালত কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন, আদালত তাহাকে গ্রেফতার করিতে এবং পুনরায় দেওয়ানি কারাগারে সোপর্দ করিতে পারেন।

---

[১] "ধারা ৪৯২ এবং ধারা ৪৯৩" শব্দগুলি এবং সংখ্যা এর পরিবর্তে "আদেশ ৩৯, বিধি ১ এবং ২" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪৬। কালেক্টর এবং অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রতিবেদনসমূহ।- (১) আদালত কালেক্টর বা উক্ত আদালতের অধস্তন কোনো আদালতের নিকট হইতে এই আইনের অধীনে মামলার কার্যধারা হইতে উদ্ভূত কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন তলব করিতে এবং উক্ত প্রতিবেদনকে সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করিতে পারেন।

(২) প্রতিবেদন প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রমত কালেক্টর বা অধস্তন আদালতের বিচারক যেইভাবে প্রয়োজন মনে করেন সেইভাবে তদন্ত করিবেন এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনো সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য উপস্থিত হইতে বা দলিল দাখিল করিতে দেওয়ানি কার্যবিধি কর্তৃক আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৭। আপিলযোগ্য আদেশ।- আদালতের নিম্নলিখিত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল চলিবে,-

(ক) ধারা ৭ এর অধীন অভিভাবক নিয়োগ বা ঘোষণা করিলে অথবা নিয়োগ বা ঘোষণা করিতে অস্বীকার করিলে; অথবা

(খ) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো দরখাস্ত ফেরত প্রদান করিলে; অথবা,

(গ) ধারা ২৫ এর অধীন অভিভাবকের জিম্মায় প্রতিপাল্যকে ফেরত প্রদানের আদেশ প্রদান করিলে বা আদেশ প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে; এবং

(ঘ) ধারা ২৬ এর অধীন প্রতিপাল্যকে আদালতের এলাকার সীমা হইতে সরাইয়া নেওয়ার অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে অথবা উক্ত বিষয়ে শর্ত আরোপ করিলে; অথবা,

(ঙ) ধারা ২৮ বা ২৯ এর অধীন কোনো অভিভাবককে উক্ত ধারামতে উল্লিখিত কোনো কাজ করিবার জন্য অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে; অথবা,

(চ) ধারা ৩২ এর অধীন কোনো অভিভাবকের ক্ষমতা নির্ধারণ, সীমাবদ্ধ বা বৃদ্ধি করিলে; অথবা,

(ছ) ধারা ৩৯ এর অধীন কোনো অভিভাবকের অপসারণ করিলে; অথবা,

(জ) ধারা ৪০ এর অধীন কোনো অভিভাবককে অব্যাহতি প্রদানে অস্বীকার করিলে; অথবা

(ঝ) ৪৩ এর অধীন কোনো অভিভাবকের আচরণ বা কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিলে বা যুগ্ম অভিভাবকদের মধ্যে কোনো পার্থক্যের বিষয়ে সীমাংসা বা আদেশটি বলবৎ করিলে; অথবা,

(ঞ) ধারা ৪৪ বা ৪৫ এর অধীন কোনো শাস্তি আরোপ করিলে।

৪৮। অন্যান্য আদেশের চূড়ান্ত অবস্থা।- উপরি-উক্ত শেষ ধারার এবং দেওয়ানি কার্যবিধির [১][ধারা ১১৫ এর] বিধান ব্যতীত এই আইনে প্রদত্ত যেকোনো আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো মামলা বা অন্য কোনো ভাবে উহা আপত্তিযোগ্য হইবে না।

৪৯। খরচ।- কোনো অভিভাবক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখিবার খরচসহ এই আইনের যে কোনো কার্যক্রমের খরচ এই আইনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের প্রণীত কোনো বিধি সাপেক্ষে যেই আদালতের কার্যক্রম সেই আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে।

৫০। হাইকোর্ট বিভাগের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইন দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীতও হাইকোর্ট বিভাগ সময়ে সময়ে এই আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) কালেক্টর বা অধস্তন আদালত হইতে কী বিষয়ে এবং কোন্ সময়ে প্রতিবেদন তলব করা উচিত;

---

১ "ধারা ৬২২" শব্দগ এবং সংখ্যা এর পরিবর্তে "ধারা ১১৫" শব্দ এবং সংখ্যা বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন)এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) অভিভাবকের জন্য কী ভাতা মঞ্জুর হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কী জামানত চাওয়া হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ ভাতা মঞ্জুর করা উচিত;

(গ) ধারা ২৮ ও ২৯ এ উল্লিখিত কার্যসমূহ করিবার অনুমতির জন্য অভিভাবকের দরখাস্তের বিষয়ে কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইবে;

(ঘ) কী অবস্থায় ধারা ৩৪ এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত বিষয়ে তলব করা উচিত হইবে;

(ঙ) অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত এবং প্রদর্শিত বিবরণ ও হিসাব সংরক্ষণ;

(চ) স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐসব বিবরণ এবং হিসাব পরিদর্শন;

(চচ) ধারা ৩৪ক এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার জন্য যে শ্রেণির লোক নিয়োগ করা উচিত এবং তাহাদেরকে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক মঞ্জুর করা উচিত সেই সংক্রান্ত;

(ছ) প্রতিপাল্যের টাকার জিম্মা ও টাকার নিরাপত্তা;

(জ) প্রতিপাল্যের টাকা বিনিয়োগ করিবার খাত;

(ঝ) প্রতিপাল্যের শিক্ষার বিষয়ে যাহার জন্য কালেক্টর নয় এবং এমন অভিভাবক আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত হইয়াছেন সেই বিষয়ে; এবং

(ঞ) সাধারণত এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে আদালতসমূহের নির্দেশনার জন্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) এবং (ঝ) দফার কোনো বিধি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কার্যকরি হইবে না এবং এই ধারার কোনো বিধিই সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পূর্বে কার্যকরি হইবে না।

৫১। বিলুপ্ত।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৫২। রহিতকরণ।- [রহিতকরণ আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সালের ১) এর ধারা ২ এবং তপশিল দ্বারা রহিত।]

৫৩। রহিতকরণ।- [দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর ১৫৬ ধারা এবং তপশিল ৫ দ্বারা রহিত।]